[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

এলাকার মোট ৪০ জন খুচরা বিক্রেতা উপস্থিত।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের অপসারণ ও পৌরসভা ভোট বর্জনের হুমকি ব্যবসায়ী নেতাদের

জেলা প্রশাসকের অপসারণের দাবি ও মেহেরপুর পৌরসভা নির্বাচন বর্জনের হুমকি দিয়ে ৫ দফা কর্মসূচী দিয়েছেন মেহেরপুরের ব্যবসায়ী সংগঠণের নেতারা।

আজ বিকালে মেহেরপুর শিল্পকলা একাডেমি মোড়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে ব্যবসায়ী নেতারা এ কর্মসূচী ঘোষণা করেন। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে কোর্ট মসজিদ মার্কেট ভবন উচ্ছেদ করার প্রতিবাদ এবং তাদের পূর্নবাসনের দাবিতে এ সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে ব্যবসায়ী সমিতি।

মেহেরপুরের হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সহ-সভাপতি শেখ মোমিনের সঞ্চালনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন, হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি আব্দুল হান্নান, সাধারণ সম্পাদক জাহিদ ইকবাল সিমন, ওষুধ ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল লতিফ, সদস্য রাশেদুজ্জামান, ইজারুল ইসলাম প্রমুখ। সাংবাদিক সম্মেলনে কোর্ট মসজিদ মার্কেটের ক্ষতিগ্রস্থ দোকান মালিক ও তাদের পরিবারবর্গরা উপস্থিত ছিলেন।

হোটেল বাজার মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জাহিদ ইকবাল সিমন তার বক্তব্যে বলেন, ২০০৬ সালে তৎকালিন জেলা প্রশাসক তালুকদার সামসুর রহমান ও তৎকালিন সদর ইউএনও মিলে চুক্তিপত্রের মাধ্যমে আমাদের ব্যবসায়ীদের দোকান ঘর বরাদ্দ দেন। যদি কোনো অনিয়ম হয়ে থাকে তাহলে তারা করেছেন। তিনি অভিযোগ করেন, জেলা প্রশাসক এই মার্কেটটি ভাঙ্গার প্রতিটি বিষয় নিয়ে ব্যবসায়ী ও সাংবাদিকদের সাথে মিথ্যাচার করেছেন। ডিসি সাহেব আমাদের সাথে কোনো ধরনের আলাপ আলোচনা করেনি। বরং আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠান বাঁচাতে বারবার

তার কাছে গেছি। উনি আমাদের বিষয়ে কোনো ধরনের আলাপ আলোচনা ছাড়াই মাত্র আধা ঘন্টার ব্যবধানে পাকিস্তানী হানাদের মতই আমাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দিয়েছেন।

সভাপতি জেলা প্রশাসকের অপসারণ ও মেহেরপুর পৌর নির্বাচন বর্জনের হুমকি দিয়ে ৫ে◌িদন কর্মসূচী ঘোষণা করেন। কর্মসূচীগুলো হলো- ৯জুন বৃহস্পতিবার সকালে ভিক্ষার থালা হাতে জেলা প্রশাসকের কার্য়ালয়ের সামনে অবস্থান, ১০ শুক্রবার জুম্মার নামায শেষে বিশেষ মোনাজাত, ১১ জুন শনিবকার সকাল ১১ টায় ২৫ মিনিট কালো পতাকাসহ দোকান বন্ধ রাখা, ১২ জুন রবিবার সকাল সাড়ে ১০টার সময় কাফনের কাপড়সজ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ এবং ১২ জুন তারিখের সমাধান না হলে ১৩ জুন থেকে আমরণ অনশনসহ হরতালের ডাক দেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার মেহেরপুর জেলা মডেল মসিজেদের শ্রীবৃদ্ধি ও সরকারি জমি দখলমুক্ত করতে মেহেরপুর কোর্ট মসজিদ মার্কেট ভবন উচ্ছেদ করে জেলা প্রশাসন। এতে ২৫ জন ব্যবসায়ীর পথে বসার জোগাড় হয়েছে।

শৈলকুপা জনতা ব্যাংক থেকে প্রতারণা করে ৪ লাখ টাকা নিয়ে উধাও প্রতারক চক্র, আটক ১

ঝিনাইদহের শৈলকুপার হাইস্কুল মার্কেটে অবস্থিত জনতা ব্যাংক শাখায় প্রতারণা করে ৪ লক্ষাধিক টাকা নিয়ে উধাও হয়েছে ৩ প্রতারক চক্র। বুধবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে ।

এঘটনায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সুমী বেগম নামে এক মহিলা প্রতারককে আটক করলেও বাকি সদস্যরা পলাতক রয়েছে। আটক সুমি বেগম খুলনার তেরখাদা উপজেলার নলিয়ারচর ইউনিয়নের বলরধনা গ্রামের কামাল হোসেনের স্ত্রী।

ঘটনা সূত্রে জানা যায়, বুধবার সকাল ১০টার দিকে শৈলকুপা জনতা ব্যাংক শাখায় অতিরিক্ত ভিড় থাকে। সেই ফাঁকে প্রতারক চক্রের ৬/৭ সদস্য ঢুকে লাইনে দাড়ায়।

এরপর ক্যাশ কাউন্টারে গিয়ে বিদেশ থেকে রেমিট্যান্সের টাকা এসেছে বলে দাবী করে। এভাবে ৬ জনের মধ্যে ৪ জন প্রায় ৪ লক্ষাধীক টাকা উত্তোলন করে।

প্রত্যকের টাকার পরিমান ছিল গড়ে ৯০ হাজার থেকে ১ লাখ ১০ হাজারে মতো। পরে চতুর্থ জন মহিলাকে টাকা দেওয়ার পর ভাউচার দেখে তাদের সন্দেহ হয়। তবে তার আগেই মহিলাসহ প্রতারক চক্র টাকা নিয়ে বের হয়ে যায়। খোজাখুজির পর পৌর এলাকার বৈকালিন দুধ বাজার থেকে মহিলাকে আটক করা হয়। তবে অপর ৩ প্রতারক পালিয়ে যায়।

এব্যাপারে শৈলকুপা জনতা ব্যাংক শাখার ব্যবস্থাপক শাহীনুর ইমলাম বলেন, প্রতারক চক্র টাকা উত্তোলনের ২টা ধাপ নিজেরাই জাল স্বাক্ষর করে ক্যাশ কাউন্টারে জমা দিয়ে টাকা উত্তোলন করে।

আমাদের অসাবধানতার কারনে এরকম ঘটনা ঘটেছে। আটককৃত মহিলা আমাদের ব্যাংক হেফাজতে আছে। সন্ধ্যার ভিতর টাকা উদ্ধার না হলে আইনগত ব্যবস্থা নিবো ইনশাআল্লাহ।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৬

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে বিভিন্ন মামলায় ৬ আসামী গ্রেফতার হয়েছে।
এদের মধ্যে জিআর মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ২ জন ও নিয়মিত মামলার ৪ জন আসামী।
মঙ্গলবার দিবাগত রাতে মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান ও গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক দল গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন। মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কন্ট্রোল রুম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
আজ বুধবার সকালে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল

মেহেরপুরের বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এক ঘন্টা পরে পরীক্ষা নিলেন প্রধান শিক্ষক

সরকার নির্ধারিত সময়ে নয়, এক ঘন্টা পরে পরীক্ষ নিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম।

মঙ্গলবার মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ের দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার সপ্তম শ্রেনী ও নবম শ্রেনীর পরীক্ষার সময় সূচী ছিল সকাল ৯ টার সময়। অথচ, বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম নিয়েছেন সকাল ১০ টার সময়।

সপ্তম শ্রেনীর ছাত্রী মোহনা ও খাদিজা আক্তার জানায় আজকে আমাদের বিশ্ব পরিচয় সাবজেক্ট পরীক্ষা ছিল। সকাল ১০ থেকে সাড়ে ১০ টার মধ্যে পরীক্ষা শেষ হয়েছে। এছাড়া নবম শ্রেনীর ছাত্র হুসাইন ও নাছিম আহমেদও একই কথা জানালেন।

এব্যাপারে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম জানান, ইন্টারনেট থেকে প্রশ্নপত্র ডাউনলোড করা যাচ্ছিলনা। তাই পরীক্ষা এক ঘন্টা পরে নেওয়া হয়েছে। তবে, তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, দুনিয়াতে এত কিছু হয়ে যায় সাংবাদিকরা দেখতে পাননা। আমি একটু অনিয়ম করেছি বলে লিখার জন্য সাংবাদিক চলে এসেছে? এ দুনিয়ার অনেকেই আকাম কুকাম করছে পারলে তাদের বিরুদ্ধে নিউজ প্রকাশ করেন। আমার বিদ্যালয়ের বিল্ডিং নির্মাণে ব্যাপক অনিয়ম ও নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে লিখে দেখান তো।

বিষয়টি ছাত্র ছাত্রীর সাথে কথা বলায় এ প্রতিনিধির উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন প্রধান শিক্ষকের স্ত্রী একই বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক

নারগীছ খাতুন। তিনি সাংবাদিককে বলেন, আমার স্কুলের শিক্ষার্থীদের সাথে আপনি কথা বললেন কেনো।

ছাত্র ছাত্রীরা কথা বলায় তিনি তাদের প্রতি ক্ষিপ্ত হন এবং সাংবাদিকের সাথে কথা না বলে চলে যাওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। এব্যাপারে ওই বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি গোলাম মোস্তফার সাথে কথা বলতে চাইলে তিনি বলেন, এটা আমার অগোচরে হয়েছে। আমি খোঁজ নিয়ে জানাবো।

মেহেরপুর পৌরসভার বিগত দিনের উন্নয়ন ও আগামী দিনের পরিকল্পনা তুলে ধরলেন মেয়র প্রার্থী মাহফুজুর রহমান রিটন

“উন্নয়ন-অগ্রগতির চলমান ধারা অব্যাহত রেখে মানুষের প্রয়োজনে ছিলাম, মানুষের কল্যাণে আছি, মানুষের জন্যই মানবিক পৌরসভা গঠন করবো” প্রতিপাদ্য নিয়ে সাংবাদিক সমীপে কৈফিয়ত নামের এক আলোচনা সভা করেন মেহেরপুর পৌর সভা নির্বাচনের আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী মাহফুজুর রহমান রিটন।

মেহেরপুর শিল্পকলা একাডেমী হলরুমে গতকাল মঙ্গলবার বিকালে সাংবাদিক সমীপে কৈফিয়ত নামের এই আলোচনা সভায় মেয়র প্রার্থী মাহফুজুর রহমান রিটন বিগত দিনের উন্নয়ন তুলে ধরেন এবং আগামীতে নির্বাচিত হলে পৌর সভার কাঙ্খিত উন্নয়ন করার নানা পরিকল্পনা পেশ করেন।

এসময় আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পারভীন জামান কল্পনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

অন্যান্যদের মধ্যে মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ গোলাম রসুল, জেলা আওয়ামী লীগের সহ

জবাবদিহীমুলক জনপ্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা, বেকারত্ব দুর করতে এবং বেশ কিছু অসচ্ছল পরিবারের সদস্যদের আয়ের পথ সৃজনে ব্যাক্তিগতভাবে উদ্যোগ নেবো।

তিনি বলেন, আমি যেহেতু সরকার দলীয় মেয়র প্রার্থী। আমার দায়ীত্বও বেশী। কিন্তু আমার প্রতিপক্ষ স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু আমার বিরুদ্ধে নানাভাবে প্রপাগন্ড ও সরকার বিরোধী বক্তব্য দিয়ে শান্ত পরিবেশকে অশান্ত করে তুলছেন। শুধু তাই নয়, এখন উনি আমার পরিবারকে পর্যন্ত কটাক্ষ করে নানাভাবে বক্তব্য বিবৃতি দিচ্ছেন। প্রতিদিনই আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগ এনে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দিচ্ছেন। আমি তার এহেন কর্মকান্ডের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক কর্মী নিশান সাবের। এসময় মেয়র সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

চুয়াডাঙ্গায় বাড়ছে ডায়রিয়া, ছয় দিনে শিশুসহ ভর্তি ১১১ জন

অতিরিক্ত গরমের কারনে চুয়াডাঙ্গায় বাড়ছে ডায়রিয়া। গত ৬ দিনে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের ডায়রিয়া ওয়ার্ডে শিশুসহ ১১১ জন চিকিৎসাধীন রয়েছে। এমনকি প্রতিদিন বহির্বিভাগে ১০০ থেকে ১৫০ জন ডায়রিয়া রোগীকে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, গত ৬ দিনে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে শিশুসহ ১১১ জন ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন। এছাড়া প্রতিদিন বহির্বিভাগে চিকিৎসা নিচ্ছে ১০০-১৫০ জন ডায়রিয়া রোগী। এর মধ্যে ৭০ শতাংশই বয়স্ক।

চিকিৎসকরা বলছেন, এই গরমে বাইরের অস্বাস্থ্যকর খাবার ও পানীয় গ্রহণ এবং অনিরাপদ পানির কারণে ডায়রিয়া রোগী বাড়ছে। সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল ঘুরে দেখা যায়, দুটি কক্ষ নিয়ে ডায়রিয়া ওয়ার্ড। এই ওয়ার্ডে কোনো শয্যা খালি নেই। ফলে মেঝেতেই শিশুসহ রোগীদের থাকতে হচ্ছে। জায়গা না থাকায় বাইরের বারান্দার মেঝেতে রোগীদের চিকিৎসা চলছে।

মাহফুজা খানম নামে এক বৃদ্ধা বলেন, হাসপাতালের ডায়রিয়া ওয়ার্ডে কোনো জায়গা নেই। আজ তিন দিন ধরে মেঝেতে আমার চিকিৎসা চলছে।

রনি আলম নামে এক যুবক বলেন, দুদিন ধরে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত আমি। রোববার দুপুরে সদর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি। ওয়ার্ডে কোনো জায়গা নেই। প্রচণ্ড গরমে বারান্দার মেঝেতেই চিকিৎসা নিতে হচ্ছে। হাসপাতাল থেকে সব ধরনের ওষুধ দেওয়া হচ্ছে।

নুরুন্নাহার নামে এক শিক্ষার্থী বলেন, গতকাল বিকেলে বন্ধুদের সঙ্গে ফুচকা খেয়েছিলাম। সন্ধ্যা থেকেই ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি। প্রচুর গরম লাগছে। হাসপাতালের ফ্যান ধীরে ধীরে ঘোরার কারণে বাতাস গায়ে লাগছে না।

ডায়রিয়া ওয়ার্ডের দায়িত্বরত নার্সরা জানান, এই কয়েক দিনে ডায়রিয়া রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। এর মধ্যে বেশির ভাগই বয়স্ক। শিশু রোগী কম আছে। খুব বেশি একটা চাপ নেই। এমন হতে থাকলে সামলাতে হিমশিম খেতে হবে আমাদের।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জুনিয়র কনসালটেন্ট শিশু বিশেষজ্ঞ ডা. মাহাবুবুর রহমান মিলন বলেন, অতিরিক্ত গরমের কারণে কয়েক দিন ধরে ডায়রিয়ার প্রকোপ বেড়েছে। মূলত এই গরমে অস্বাস্থ্যকর খাবার ও পানীয়, অনিরাপদ পানি পান করায় এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়েছে।

বাইরের খাবার ও বাসি খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। শিশুরা বাইরের খাবার বেশি খায়। এসব খাবারে ধুলাবালি থেকে যায়। গরমে খাবার, বিশেষ করে ফাস্টফুড পচে যায়। এছাড়া অনিরাপদ পানি পানের জন্যও ডায়রিয়া হচ্ছে।

ডায়রিয়া থেকে বাঁচতে হলে নিরাপদ পানি পান করা সবচেয়ে জরুরি। বাইরের খাবার এড়িয়ে চলতে হবে। প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুরে মার্কেট উচ্ছেদের প্রতিবাদে ব্যবসায়ীদের মানববন্ধন

মেহেরপুর কোর্ট রোডে মডেল মসজিদ মার্কেটের দোকান উচ্ছেদ ও ব্যবসায়ীদের উপর হামলার প্রতিবাদে মেহেরপুর হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকাল ৫ টার সময় মেহেরপুর শহরের প্রেসক্লাবের সামনে এই মানববন্ধন করেন তারা।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির আব্দুল হান্নান, সহসভাপতি আবু আক্তার, সাধারণ সম্পাদক জাহিদ ইকবাল শিমন, সদস্য রাশেদুজ্জামান রাশেদ, সেলিম হোসেন, আজহারুল ইসলাম, ওলি আহম্মেদ প্রমুখ।

আগামীকাল সকালের দিকে ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ সাধারণ ব্যবসায়ীদের নিয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে অনশন কর্মসূচী পালন করার ঘোষণা করেন।

ব্রীজের অভাবে ৫০ গ্রামের মানুষের দূর্ভোগ

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার নাগিরাট ঘাটে একটি ব্রীজের অভাবে ৫০ গ্রামের মানুষের দূর্ভোগ দেখা দিয়েছে। এক সময় নদী কেন্দ্রিক ব্যবসার বন্দর ছিল নাগিরাট বাজার।

নদীর নব্যতা সংকট ও একটি ব্রীজের অভাবে নাগিরাট বাজার তার যৌবন হারিয়েছে। একটি ব্রীজ এলাকার জনগনের দীর্ঘদিনের দাবী। নাগিরাট বাজারে একটি ব্রীজ নির্মাণ হলে এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ জনগনের দূর্ভোগ কমবে বলে এলাকাবাসীর দাবী।

সরেজমিনে দেখা যায় নাগিরাট বাজারে বর্তমানে একটি খেয়া ঘাট রয়েছে, বর্ষা মৌসুমে পানিতে পরিপূর্ন হলে খেয়া ছাড়া পার হবার কোন উপায় থাকেনা। আর শুকনা মৌসুমে বাঁশের সাকো থাকে পার হবার জন্য। এই ঘাট দিয়ে স্কুল, কলেজ, বিশ^বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরাসহ হাজার হাজার লোকজন পার হচ্ছে। ইতিপূর্বে এই ঘাট দিয়ে খেয়া নৌকা পার হতে গিয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে একাধিকবার।

জনসাধারণের মালামাল নিয়ে পার হতে হিসশিম খেতে হয়। রীতিমত সাধারণ মানুষের গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে ঘাটটিতে ব্রীজ না থাকায় ।

উত্তরের দামুকদিয়া, মাধবপুর, দোহা নাগিরহাট, শিতালী, দলিলপুর, আওদা, কমলনগর, বগুড়া, লাঙ্গলবাঁধ, নন্দিরগাতি, ধাওড়া, ধলহরা, বড়িয়া, ছাঁইভাঙ্গা, কুশবাড়িয়া, পাইকেনপাড়া, সহ আরো বেশ কিছু গ্রাম এবং দক্ষিণের রয়েড়া, আড়ুয়াকান্দি, ভান্ডারীপাড়া, বকশীপুর, শেখড়া, গোপালপুর, বাগুটিয়া, নাকোইল, ফলিয়া, রঘুনন্দনপুর, আশুরহাট, মনোহরপুর, দামুকদিয়া, নিত্যানন্দপুর, সাবাসপুর, হাটফাজিলপুরসহ প্রায় ৫০ গ্রামের লোকজন পার হয়।

ব্রীজ না থাকায় উপজেলা শহরে পন্য পরিবহন ব্যয় বেড়েছে, ১ মণ মালামাল বাজারজাত করতে পরিবহন খরচ হয় ৫০-৬০ টাকা। অথচ ব্রীজ হলে তা ২০ টাকায় বাজারজাত সম্ভব বলে মনে করে ভুক্তভোগীরা।

নাগিরাট গ্রামের নজরুল ইসলাম বলেন, কৃষি অধ্যুষিত ৪০-৫০ এলাকার লোকজন চলাফেরা করে এই ঘাট দিয়ে, তাই জরুরী হয়ে পড়েছে নাগিরাট ঘাটে একটি ব্রীজ।

মাধবপুর গ্রামের ডা: মাসুদ ও তাপস বলেন, নাগিরাট বাজারে একটি ব্রীজ এখন সময়ের দাবী।এখানে একটি ব্রীজ হলে অবহেলিত ৪০-৫০ গ্রামের মানুষ উপকৃত হবে সেইসাথে এলাকার উন্নয়ন হবে।

বগুড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম শিমুল বলেন, নাগিরাট ঘাটে একটা ব্রীজ এখন সময়ের দাবী। এখানে একটি ব্রীজ হলে এলাকার মানুষের দূর্ভোগ লাঘব হবে।

তাই এলাকাবাসিসহ সুশীল সমাজের দাবী উর্ধ্বতন মহলের কাছে, ৫০ গ্রামের মানুষের দূর্ভোগ ও এলাকার উন্নয়নের কথা বিবেচনা করে অতিস্বত্তর নাগিরাট বাজারে একটি ব্রীজ নির্মাণ করা হোক ।